তরুণ মজুমদারের
ঠগিনী

ছায়া ও ছবি প্রোডাকসন্সের নিবেদন

ঠগিনী

কাহিনী—সুবোধ ঘোষ

প্রযোজনা—সর্বানী ভট্টাচার্য / চিত্রা ভট্টাচার্য

পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংলাপ

তরুণ মজুমদার

সুরসৃষ্টি—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

গীত—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, তরুণ মজুমদার। নেপথ্য কণ্ঠসংগীত—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুনীল মল্লিক, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়। আলোকচিত্র—শক্তি বন্দোপাধ্যায়। সম্পাদনা—দুলাল দত্ত। শিল্পনির্দেশ—সুনীতি মিত্র। কর্মাধ্যক্ষ—দিলীপ বন্দোপাধ্যায়। কর্মসচিব—নিখিল সেনগুপ্ত। বিশেষ দৃশ্যপট অলংকরণে—গোষ্ঠ কুমার। শব্দযোজন—বাণী দত্ত, অনিল নন্দন, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু অধিকারী। রূপসজ্জা—শক্তি সেন, গৌর দাস। সংগীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজন—শ্যামসুন্দর ঘোষ। সাজসজ্জা—পচা দাস, সিনে ড্রেস। পটশিল্প—চ্যাটার্জী ও কয়াল। ষ্টুডিও তত্ত্বাবধান—দাশরথি চৌধুরী, বিজয় বসু, প্রভাত দাস, আনন্দ চক্রবর্তী। পরিস্ফুটন—অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী, ফণীভূষণ সরকার, অবনী মজুমদার, কানাই ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী।

সহকারী

সহকারী পরিচালক—ধ্রুব রায়চৌধুরী, শ্রীনিবাস চক্রবর্তী। অতিরিক্ত সহকারী শ্যামল ঘোষ। আলোকচিত্র—পান্থ নাগ, কেষ্ট মণ্ডল, অমূল্য দাস। সুরসৃষ্টি—সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশ—বুদ্ধদেব ঘোষ। সম্পাদনা—শক্তিপদ রায়। শব্দধারণ—পাচু মণ্ডল, বাবাজী শামল, নিতাই জানা। রূপসজ্জা—বিলু রাণা। শব্দ পুনর্যোজনা—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার। ব্যবস্থাপনা—জগদীশ মজুমদার, গোপাল দাস। আলোক সম্পাত—হরেণ গাঙ্গুলী, দিলীপ ব্যানার্জী, সুদর্শন দাস, সুধীর সরকার, খাঁদু পাত্র, অবনী নস্কর, অভিমন্যু দাস, দুখা নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, প্রভাষ ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস কোনার, কালী কোনার, হংসরাজ মৌর্য, সুনীল শর্মা। প্রচার অংকন—শৈলেন শীল, সমরেশ বসু, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ক্যালকাটা মুভিটোন, নিউ থিয়েটার্স (১নং) ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত। আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরটরীজে পরিস্ফুটিত।

জন-সংযোগ—শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনা—বলাকা মুভীজ প্রাইভেট লিমিটেড

অভিনয়ে

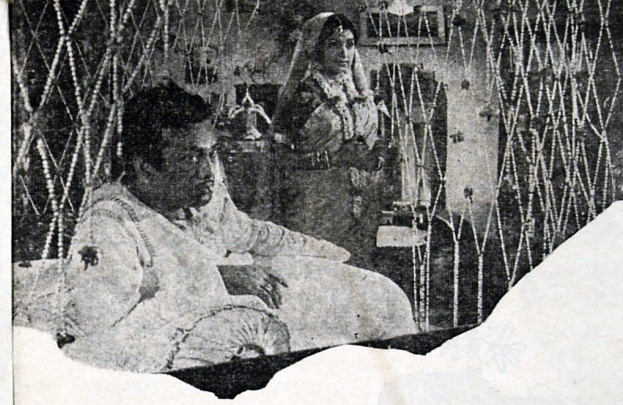

সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, হরিধন মুখোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান শিখরেশ বসু, জুঁই বন্দোপাধ্যায়, সীমা দাস, শোভা সেন, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, মোম মুখোপাধ্যায়, বুলবুল চট্টোপাধ্যায়, আলপনা বসাক, গীতা রায়, ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না দাস, রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, অজিত বন্দোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রূপক মজুমদার,

বিজন ভট্টাচার্য, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শ্যামলেন্দু পাল, সমর কুমার, নিখিল সেনগুপ্ত, শ্যামল ঘোষ, সুজিত দাস, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, নীহার চক্রবর্তী, সুজন সেনগুপ্ত, মনু মুখোপাধ্যায়, পি. কে. বন্দোপাধ্যায়, হীরালাল কুণ্ডু, প্রবীর ভট্টাচার্য, কিরণময় লাহিড়ী, পরিতোষ চৌধুরী, অজিত ঘোষ, মুকুল সরকার, সুভাষ সিংহরায়, রমেন চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অজয় বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ বলাই দাস, ফকিরদাস কুমার, মিহির পাল, দেবীদাস ঘটক, সুনীল মাঝি, কাত্তিক স্বর্ণকার, অর্ণব মজুমদার, অসীম বন্দোপাধ্যায়, নীলকমল, মদন দাস, সতু, ননী, সাধন, অজিত, প্রবীর, সুধাময়, লক্ষ্মী, নিমাই, সুবোধ, দুলাল, গোপী, ভানু, সমীরণ, মদন ও আরও অনেকে। অতিথি শিল্পী সুখেন দাস, মন্টু দে, অমর বন্দোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- সুনীল ঘোষ
- অঞ্জলি দে
- দীপঙ্কর ঘোষ
- ডাঃ আমিন আহমেদ
- অরুণ চৌধুরী
- গোষ্ঠ কুমার
- সলিল ব্যানার্জী
- টুকু লাহিড়ী
- তপন ঘোষাল
- সুশীল ব্যানার্জী
- রঙ ও তুলি
- কেশব ঘোষ
- অরিজিৎ রায় (বোলপুর)
- সুবীর চক্রবর্তী
- অর্ণব মজুমদার (সিউড়ী)
- রীণা ঘোষ
- অমর লাল
- ডাঃ এইচ. মুখার্জী
- হীরেন পোদ্দার
- রমণী মল্লিক
- রামপ্রসাদ চ্যাটার্জী
- গজা রায়
- ধীরাজ সিনহা।
- সেন র‍্যালে লিঃ
- ইণ্ডিয়া ষ্টিমসিপ কোং লিঃ
- মল্লিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
- দে, জুয়েলার্স
- মালা পাড়া ক্লাব

কাহিনী

পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনটি লোককে। অভিনব কায়দায় এরা লোক ঠকিয়ে বেড়ায়। ছদ্ম নামের আড়ালে ভাঁড়ানো পরিচয়ের মুখোস পরে আজ যাদবপুর, কাল বোলপুর, পরশু বর্ধমান,···কখনও বা সর্বস্বান্ত রিফিউজি বাপের মা-হারা বোবা মেয়ে; কখনো অন্ধ, কখনো বা ভাগ্যপুরের ত্যাজ্য জমিদার নন্দনের সঙ্গীত পটিয়সী কন্যা;···ইত্যাদি ইত্যাদি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। কাল্পনিক দুর্দশার মনগড়া কাহিনী কেঁদে কোনরকমে একটি শাঁসালো শিকার পাকড়ানো। একটি দয়ার্দ্র কিন্তু লোভী মানুষ, নিজের বাসনা মেটাতে যে বিনা-পণে মেয়েটিকে বিয়ে করবে, এক গা গয়না মুড়ে ঘরে তুলবে এবং, তারপর, ফুলশয্যার রাত্রেই—

হ্যাঁ, ফুলশয্যার রাত্রেই সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। কখন, কেউ জানবে না, কিন্তু রাত পোহালে দেখা যাবে নববধূ পলাতক, সমস্ত গয়নাগাটি সমেত। পুলিশের ডায়রিতে আরও একটি কেস। আসল আসামীরা হয়তো তখন দূরে। অন্য কোথাও। নতুন ফাঁদের টোপ ফেলতে ব্যস্ত।

কিন্তু কেন এরা এমন করে? কেন ঠকায় বড়বাজারের কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদার মন্মথ সাহা, বোলপুরের সোনার কারবারি বিধু স্যাঁকরা অথবা বর্ধমানের উঠ্‌তি পলিটিসিয়ান বীরেশ পালের মতো লোককে। বিবেক বলতে কিছুই কি এদের নেই? হয়তো একদিন ছিলো। সে বহু আগের কথা। সেদিন ওরা জানত না, আজকের দুনিয়ায় সহজ মানুষরাই হল পরাজিত মানুষ। পরে জেনেছে। তাই বন্ধুর ছদ্মবেশে যে মূর্ত্তিমান শনি এসে এদের চরম সর্বনাশ করে গেল তাকে খুঁজে না পেয়ে এরা বেছে নিল অভিনব পথ,—লোভী মানুষদের সর্বস্বান্ত করার ব্রত। জীবনে সত্যিকারের বিয়ের রাতে যে সানাই বাজতে বাজতে থেমে গিয়েছিলো তারই সুর চুরি করে বারবার বসালো মেকি বিয়ের বাসর। মেকি পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে মেকি কন্যার সম্প্রদান। টাকা! শুধু টাকা! বেঁচে থাকার ছাড়পত্র তো একটাই। যে করে হোক বেঁচে থাকো, আর গোপনে শানিয়ে চলো প্রতিশোধের ছুরি। একদিন সে ধরা দেবেই!

কিন্তু, তার আগেই যদি নিজেদের ধরা পড়ে যেতে হয়? আইনের হাতে নয়, তার চাইতেও অনেক, অনেকগুণ বড় শক্তির হাতে, যার নাম ভালবাসা। তাহলে?

সংগীত

গান—১

রচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

কণ্ঠ—আরতি মুখার্জী

ঐ সন্ধ্যাতারা জ্বলে আকাশ পারে,
জানিনা এ পরাণ দেব কারে।
জড়ায়ে নিয়ে আমি আঁচল গলে
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালি তুলসী তলে
নীরবে ভাসি শুধু অশ্রুধারে।

যদি বা মনের ভুলে গাঁথিগো মালা
কি জানি কেন সে ঝরে দেয় যে জ্বালা
জীবন দেবতা ওগো তোমায় খুঁজি
জীবনে তোমার দেখা পাব না বুঝি
কেমনে খুঁজিব পথ অন্ধকারে—।
ঐ সন্ধ্যাতারা জ্বলে আকাশ পারে॥

গান—৩

রচনা—কবিগুরু

দ্বৈতকণ্ঠ—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সুনীল মল্লিক

মিলন শতদল যৌবন সরসীনীরে
কে নু চঞ্চল বন্যায় টলোমলো টলোমলো
যৌবন সরসীনীরে।
শরম রক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে
তারি গন্ধকেশর মাঝে একবিন্দু নয়ন জল
টলোমলো টলোমলো
ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ
সংবেদন পরশণ
ধীরে বও—
শঙ্কিত চিত্ত মোর পাছে ভাঙে বৃন্ত ডোর
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখিনীরে ছলোছলো টলোমলো
যৌবন সরসী নীরে॥

গান—২

রচনা—তরুণ মজুমদার

কণ্ঠ—আরতি মুখার্জী

যদি সেই গান, চৈত্রের ঝরাপাতা হয়ে
ঝরে ঝরে উড়ে যায়, তবু যেন বলে যায়,
মিথ্যে সে নয়, ক্ষণিকের এই খেলাঘর।
ভুল করে গড়া এই ফাগুনের ফুলের বাসর
ভুল যদি হয় তবু হোক খেয়ালী খুশির
এই পরিচয়।
হেথায় বসন্ত যে পথভোলা পথিক হয়
কানে কানে যায় সে কয়ে
সাতরঙা রামধনু ফোটে যবে দূর নীলিমায়
তবু হায়, তারে হাত বাড়ালেই কি পাওয়া যায়
তবু আমার আকাশ পারে
মুছে যাবে বলে যেন
রামধনু ওঠা আজ বন্ধ না হয়।
হেথায় খেলার ছলে হৃদয়ের সব কলতান
আজ রাতে হয়ে যায় গান
রাত ভোর হলে যদি স্বপ্নের জোনাকিরা হায়
চলে যায়, ফেলে আসায় সীমাহীন কালিমায়
তবু দীপ নিভে যাবে বলে আমার আঁধার ঘরে
ক্ষণিকের এ দেয়ালী বন্ধ না হয়॥

গান—৪

কণ্ঠ—প্রতিমা ব্যানার্জী

চাঁদ দোলে সূর্য্য দোলে
দোলে নদীর জল
দোলে আমার সোনামণি
দে দোল্ দে দোল্
দোল্ দোল্ দুলুনী
রাঙামাথায় চিরুনী
বর আসবে এক্ষুনি
নিয়ে যাবে তক্ষুনি॥

Thagini

(She was a cheat)

Haripada and his daughter Sudha go on cheating people in a novel manner. Hiring out a flat in some middle class locality of the city, they would immediately win sympathy of the neighbourers by fabricating a story of their woes which would ultimately compel a kind heart to volunteer himself to marry Sudha without and dowry. The marriage and honeymoon would be smooth followed by the shock of the next morning when the groom would wake up to discover his bride missing, along with all the jewelleries he has presented her, not only from the house, but also from the entire locality.

Thus, Manmatha, Bidhu and Biresh. —Sudha's husband no. 1, 2 and 3 are victims of lust for flesh, money and power respectively. They would use Sudha to achieve their own goals if only she would allow them time. But, time is always more valuable to Sudha than her husbands, because she has to treat her ailing father, suffering from throat cancer, with the money she can manage to sneak out as booty from the honeymoon chamber.

In her moments of liesure, which are few and far between, Sudha turns the back-pages of her memory to remember the day when their lives were as smooth and normal as that of any middleclass family. She was studying in a college and her father, a cashier in a marcantile firm, was trying to find a suitable groom for her. At last he could get one, promising a dowry which was a little beyond his means. But, then, in a city like Calcutta you can always count upon your friends, can't you ?

It was a friend in the shape of Rajen, Haripada's boyhood classmate. On the marriage day Rajen disappeared with Haripada's accumulated money.....the marraige ended in a fiasco...and Haripada found himself behind the bars on a charge of defalcation of the office fund.

It was two years before the father and daughter would meet again and the two years had brought a complete change in their lives. In the Jail, Haripada came to know that he was suffering from cancer. Outside, Sudha went on discovering the seamy side of life. Together again, they know that they were social outcastes, and yet they had live-live for each other and at any cost. And so, they took to this business of cheating people.

One day, almost as a coincidence, they meet a young man who, as they discover a little later, is none else than Rajen's son. In a fit a excitement, Haripada almost rushes to kill him. .....To punish the father, they must ruin the life of his son.

And, so, slowly and patiently, Sudha spreads her net of charm around this young man and go on sharpening her dagger under the cloak of love. But then, isn't love too great a force to be shrouded by a cloak and too surging a passion to be reined by arguments ?

Printed at Vedic Press, Calcutta-2